নদীর স্বপ্ন

১নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

অপু ও দুর্গা দুই ভাইবেন। তারা একে অপরকে ভালোবাসত আবার শাসনও করত। মায়ের চোখকে ফাকি দিয়ে দুর্গা পটলিদের বাগান থেকে আম এনে অপুকে খেতে দেয়। আম মাখানোর জন্য অপুকে লবণ আনতে বললে অপু বাসি কাপড়ে আনতে চায় না দুর্গা বলে মা পুকুরে গেছে টের পাবে ন। অপু লবণ নিয়ে এলে দুর্গা আম মাখায় এবং ভাইবোন দুইজনে খায়।

ক. কানাই প্রথমে কোননদী দেখতে চেয়েছিল?

খ. আকাশের মুখে তিল বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক ও কবিতার সাদৃশ্য খুজে বের কর।

ঘ. উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন আলোচনা কর।

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. কানাই প্রথমে পদ্ম নদী দেখতে চেয়েছিল।

খ. আকাশের মুখে তিল বলতে পাখিকে বোঝানো হয়েছে।

কানাই ছোকানু কল্পনার রাজ্যে ভেসে নদী প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ায়। তারা নৌকায় বসে মস্ত আকাশ দেখে। মস্ত আকাশে পাখিরা উড়াউড়ি করে। যা তাদের কাছে তিলের মতো মনে হয়। মুলত এখানে পাখিগুলোকে আকাশের তিল হিসেবে উপমা দেওয়া হয়েছে।

গ. ভাই বোনের দুরন্তপনার বিষয়টিতে উদ্দীপক ও নদীর স্বপ্ন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

নদীর স্বপ্ন কবিতায় কানাই ও ছোকানু দুই ভাইবোন তাদের নদীতে ঘুরতে যেতে চায়। এতে মাঝি রাজি না কহলে তারা টাকা দিতে চায়। মুলত তারাকল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতে চায়।

উদ্দীপকে অপু দুর্গা দুই ভাইবোন। পল্লির দুতর্ব জীবনে বেড়ে ওঠে তারা । দুর্গা বাগান থেকে আম পেরে এনে অপুকে খেতে দেয়। এছাড়া মাকে ন জানিয়ে তারা বাসি কাপড়ে লবণ আনে। যা কবিতায় বর্ণিত ভাইবোনের দুরন্তজীবনকে তুলে ধরে। এটিবলা যায় উদ্দীপকেও কবিতার মধ্যে দুরন্তপনার বিষয়টিতে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. দুরন্তপনার বিষয়টিতে উদ্দীপক ও নদীর স্বপ্ন কবিতারসাদৃশ্য থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

নদীর স্বপ্ন কবিতায় কল্পনাপ্রবণ ও নদী প্রকৃতির প্রতিমমত্ব বিদ্যমান। এখানে কানাই ও ছোকুন দুই ভাইবোন। তারা নদী প্রকৃতির মাঝে ঘুরতে যেতে চায়। এতে মাঝিকে রাজিকরতে তারা টাকাও দিতে রাজি হয়। এছাড়া কর্পনাররাজ্যে ভেসে তারা পদ্ম নদীতে ঘুরতে চায়। পদ্মার বুকে ভেসে ভেসে নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করে।

উদ্দীপকে অপু ও দুর্গা দুই ভাইবোন। তারা পল্লিপ্রকৃতির কমাঝে দুরন্তপনা করে সময় কাটায়। দুর্গা আম কুড়িয়ে এনে অপুকে খাওয়ায় । তারা মায়ের বকুনি থেকে রক্ষাপেতে মাকে না জানিয়ে লবণ নেয়। যা চিরচেনা পল্লি জীবনের দুরন্তপনাকে তুলেধরে।

উদ্দীপকে গ্রামীন জীবনে বেড়ে ওঠা দুই ভাইবোনের বাস্তব দুরন্তপনার কথা তুলে ধরা হযেছে। কিন্তু কবিতায় এর পাশাপাশি কল্পনাপ্রবণতার কথা তুলে ধরা হযেছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও প্রেক্ষাপটগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

২নংসৃজনশীল প্রশ্নঃ

রাতুল শহরের স্কুলে পড়ে। ইদের ছুটিতে সে পরিবারের সবার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে চাচাত ভাই বোনের সঙ্গে নৌকায় করে ঘুরতে বের হয়। সে নৌকায় চড়ে বরশি দিয়ে মাছ ধরা শাপলা তোলাসহ আরও নানা রকমের আনন্দ করে। সারাদিনের আনন্দ ভ্রমণ শেষে সে বিকেলে ঘরে ফিরে আসে।

ক, রান্নার কারসাজি কে দেখাবে?

খ. কানাই মাঝিকে পাল নামাতে বলল কেন?

গ. উদ্দীপক ও নদীর স্বপ্ন কবিতার প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা কোথায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাতুলের আনন্দানুভুতি কানাইয়ের স্বপ্নের সম্পূর্ণ প্রতিফলন । মন্তব্যটির সাথে তুমি কী একমত? যুক্তিসহ লেখ।

২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. রান্নার কারসাজি দেখাবে ছোকানু।

খ. সন্ধ্যার আকাশে ফুটে ওঠা তারা দেখার জন্য কানাই মাঝিকে পাল নামাতে বলল।

ছোট বোন ছোকানুকে নিয়ে নৌকায় চরে ভ্রমণে যাওয়ার সময় কানাই মাঝিকে রং বেরঙের পাল তুলতে বলেছি। দিনশেষে সূর্য ডুবে গেলে সন্ধ্যা নেমে আসে। সন্ধ্যার বুকে ফুটে ওঠে অসংখ্যা তারা। আকাশে ফুটে ওঠা তারার সৌন্দর্য দেখার জন্য কানাই মাঝিকে পাল নামাতে বলল।

গ. উদ্দীপকে ও নদীর স্বপ্ন কবিতার প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা হলো এক কিশোরের কল্পনায় নৌভ্রমনের স্বপ্ন আর উদ্দীপকের রাতুলের বাস্তবের আনন্দ ভ্রমণ।

বৃদ্ধদের বসুর নদীর স্বপ্ন কবিতায় নদী ও নৌভ্রমন দিয়ে এক কিশোরের কল্পনা রুপায়িত হয়েছে্ দুরত্ব কিশোর কানাই তার ছোট বোন ছোকানুকে নিয়ে নৌকাতে উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে তাদের মনের আকঙ্খা পুরন করতে চায়। নানা রঙের পালতোলা নৌকায় রান্না হয় সুস্বাদু খাবার চলে গল্প অর গান। এভাবে কল্পনায় নৌভ্রমণ করে কানাই।

উদ্দীপকে দেখা যায় রাতুল শহরের স্কুলে পড়ে্ এবং ঈদের ছুটিতে পরিবারের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে যায়। গ্রামে গিয়ে তার চাচাত ভাই বোনের সঙ্গে নৌভ্রমণে বের হয়। গ্রামীণ পরিবেশে সারাদিন নৌভ্রমনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর নির্মল আনন্দ নিযে বিকেলে সে ঘরে ফিরে আসে। কাজেই কল্পন আর বাস্তবতার আলোকে উদ্দীপক ও নদীর স্বপ্ন কবিতার প্রেক্ষাপটের ভিন্নতাস্পষ্টহযেউঠেছে।

ঘ. রাতুলের আনন্দানুভুতি কানাইয়ের স্বপনের সম্পূর্ণ প্রতিফলন মন্তব্যটির সাথে নৌ ভ্রমনের আনন্দ উপভোগের দিক থেকে আমি একমত।

নদীর স্বপ্ন কবিতায় নৌভ্রমণ নিয়ে দুরন্ত কিশোর কানাইয়ের কল্পনা রুপান্তিত হয়েছে। কল্পনায় নৌকায় ভেসে ভেসে সে দেখছে নীল রঙের অসীম আকাশ ঝাকে ঝাকে পাখির উড়ে চলা রুপালি ইলিশ মাছ সূর্যের আলোয় টলমলে পানি। নৌকায় রান্না করা সন্ধ্যায় গান গাওয়া গল্প করা এত কিছু কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন এবং আনন্দ নিযে আসে। ছোটবোন ছোকানুকে নিয়ে কানাইয়ের এই কাল্পনিক ভ্রমণ তাকে আনন্দ আত্মহারা করে তোলে।

উদ্দীপকের রাতুল ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে চাচাতে ভাই বোনদের সাথে নৌভ্রমণে বের হয়। মাছ ধরার নেশা আছে তোলাসহ আরো নানা রকমের আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে লেখা যায় নদীর স্বপ্ন কবিতায় কিশোর কানাইয়ের নৌ ভ্রমনের স্বপ্ন কল্পনায় অফুরন্ত আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে। উদ্দীপকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে রাতুলের নৌকায় ভ্রমণের আনন্দ। উভয়ের ভ্রমনের মুলে প্রধান হয়ে উঠেছে আনন্দ উপভোগ । অতএব রাতুলের আনন্দানুভুতি কানাইয়ের স্বপ্ননের সর্ম্পূর্ণ প্রতিফলন মন্তব্যটি যৌক্তিক এবং আমি এর সাথে একমত।

৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

নুরু, শফি, আয়েশা, রেহানা বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে পরীর দিঘির পাড়ে মিলিত হয়েছে। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে চাল, ডাল, ডিম, মসলা–সবকিছু। জমিয়ে পিকনিক হবে। রান্নার ধুম লেগেছে। রান্না শেষ হতেই নুরুর দেখাদেখি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল দিঘির জলে। দাপাদাপি যেন শেষ হতেই চায় না। শেষে রেহানার চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় পাত পেড়ে খেতে বসল। খাবার মুখে দিয়েই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নুন–নুন দেওয়া হয় নি যে। আবার এক দফা হেসে নিয়ে সবাই গপাগপ খিচুড়ি খেতে বসে গেল। খুউব ক্ষুধা পেয়েছে যে!

ক. দুপুরের রোদে জল কেমন করে বয়ে চলে?

খ. নৌকা-ভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে কি দিতে চেয়েছিল-ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার কী অমিল লক্ষ্য করা যায়-আলোচনা কর।

ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন–বিশ্লেষণ কর।

৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. দুপুরের রোদে জল ছলোছলো করে চলে।

খ. কানাই তার বোনকে নিয়ে নৌকা করে ভ্রমণ করতে চায়। তাই মাঝিকে সে বলে যে, মাঝি যদি তার বোন ছোকানুকে নৌকায় তুলে নেয় তবে ভ্রমণের বিনিময় মূল্য হিসেবে সে নতুন রূপার সিকি দিবে আর বোনের দুটো আনা দিবে।

গ. বুদ্ধদেব বসুর ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতাটি পাঠ করার জন্য অত্যন্ত চমৎকার একটি কবিতা। এখানে এক কিশোরের নদী ভ্রমণের স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকটিতে কতগুলো কিশোর কিশোরী একত্রে মিলিত হয়ে দীঘির পাড়ে পিকনিক করতে আসে। তারা দিঘির পানিতে গোসল করে বেশ মজা করে এবং সবশেষে তারা কলাপাতায় নুনবিহীন ভাত খায়। কিন্তু কবিতায় এই কিশোর তার বোনকে নিয়ে নদী ভ্রমণের আনন্দ নিতে চায়। নদী ভ্রমণে গিয়ে সে প্রচুর মজা করতে চায়।

ঘ. বিভিন্ন মুখী প্রতিভার অধিকারী কবি বুদ্ধদেব বসুর সুন্দর একটি কবিতা হলো ‘নদীর স্বপ্ন’। কবিতাটি যেকোনো কিশোরের মনে দাগ কাটার মতো একটি কবিতা।

কিশোর মন থাকে সদা চঞ্চল। এ সময় মনের আবেগ থাকে প্রচুর। উদ্দীপকটিতে ও ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় কিশোর মনের এই আবেগই প্রকাশ পেয়েছে, তবে দুটোর বিষয়বস্তু ভিন্ন। উদ্দীপকের কিশোরের মনের আবেগে অভিভাবকের চোখ ফাঁকি দিয়ে

পিকনিক করতে বেরিয়ে পড়ে। কবিতার কিশোরও বড়দের চোখ ফাঁকি দিয়ে মনের আবেগে বোনকে নিয়ে নদী ভ্রমণের আনন্দ নেয়ার জন্য মাঝিকে নৌকায় তুলে নিতে বলে।

৪নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মনে কর বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দুরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটা একটুকু ফাক করে।
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।

ক. খাওয়ার পর মাঝি কোন রঙের পাল তোলে?

খ. যত দোষ সব আমরা না আমি একা নেবো মাথা পেতে। ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের কিশোরটির সাথে নদীর স্বপ্ন কবিতায় বালকটির সাথে যে সাদৃশ্য আছে তা তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকটি নদীর স্বপ্ন কবিতায় সমগ্রভাবে ধারণ করে না উক্তিটির যথার্থত নিরুপন কর।

৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. খাওয়ার পর মাঝি লাল রঙের পাল তোলে।

খ. কানাই নৌকা ভ্রমনের সব সময় নিজের মাথায় নিতেই আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

কানাই তার বোন ছোকানুকে নিয়ে নদী ভ্রমনে যেতে চায়। এতে সে মাঝিকে অনেক অনুরোধ করে। মাঝিকে রাজি করাতে সে এত্ত বলে যদি তার মা বাব বকাঝকা করে সব দায় নিজের মাথায় নেবে।

গ উদ্দীপকের কিশোরটির সাথে নদীর স্বপ্ন কবিতার বালকটির কল্পনা প্রবণতার সাদৃশ্য রয়েছে।

নদীর স্বপ্ন কবিতায় এক কিশোরের কল্পনাপ্রবণতার তুলে ধরা হয়েছে। কানাই কল্পনর রাজ্যে হারিয়ে ছোট বোনকে নিয়ে নদী ভ্রমণ করে।মাঝিকে নিয়ে নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করে। এমনকি নৌকার মধ্যে রান্না করে খাবারও খায়। মুলত কল্পনাশক্তির মাধ্যমেই কানাই এসব করতে পেরেছে।

উদ্দীপকের কিশোরটি কল্পনার সাহায্য মাকে নিয়ে ভ্রমনে যায় তার মা যায় পালকিতে চড়ে আর সে যায় ঘোড়ায় চড়ে । তার মাকে পালকিতে চড়িয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া নিয়ে সে ছুটি চলছে। মুলত কল্পনাশক্তির প্রবণতার কারণেই সে এমনটি করেছে। এ কল্পনাপ্রবণতা উদ্দীপকের কিশোর ও কবিতার বালকটির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকে শুধু কল্পনাপ্রবণতার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যা নদীর স্বপ্ন কবিতার সমগ্রভাবে ধারন করে না।

নদীর স্বপ্ন কবিতায় কানাইও ছোকানু দুই ভাই বোন। কানাই তার বোনকে নিয়ে নদী ভ্রমণে যেতে চায়। তাই মাঝিকে নানাভাবে সৌন্দর্য উপভোগ করে। নৌকাতে তারা রান্নাও করে। এছাড়া কানাই কর্তৃক বোনকে অনেক ভালোবাসা এবং বোনের প্রতি তার দায়িত্ব প্রকাশের চমৎকার বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের কিশোরটি কল্পনা প্রবণ। সে কল্পনার সাহায্য মাকে নিয়ে ভ্রমণে বের হয়। তারমাকে চড়ায় পালকিতে আর নিজে যায় ঘোড়ায় চড়ে। মায়ের পালকির পাশে দিয়ে টগবগিয়ে ছুটি চলে সে।

উদ্দীপকে শুধু কিশোরের কল্পনাপ্রবণতার কাথ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কবিতায় এর পাশাপাশি প্রকৃতিপ্রেম দেশপ্রেম ভাই বোনের মধুর সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি কবিতার সমগ্রভাবে ধারণ করে না।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

৩।কানাইমাঝিকে ভয় না পাওয়ার কথা বলল কেন?

উত্তরঃ বাবার বকুনি খেতে হবে না বলে কানাই মাঝিকে ভয় না পাওয়া কথা বলল।

দুরন্ত এক কিশোর তার ছোটবোনকে নিয়ে নৌকা দিয়ে নদী পার হতে চায়। সে মাঝিকে আশ্বস্ত করে মা তার ঘুমিয়ে আছে দিদি স্কুলে এছাড়া বাবার বকুনি খেতে হবে না। সব দোষ সে মাথা পেতে নিতে চায়। তাই মাঝিকে ভয় না পাওয়ার কথাবলল।

৪। ছোকানু যেন সুখে ঘুম যায় বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

উত্তরঃ আলোচন্য কথাটি দ্বারা বোনের প্রতি ভাইয়ের দায়িত্ব ও আদর প্রকাশ পেয়েছে।

দুরন্ত কিশোর তার ছোট বোনকে প্রচন্ড ভালোবাসে। সে মাঝিকে বলে ঝড় এলে যেন তাকে ডেকে দেয় কারণ সে বড়। কিন্তু তার ছোট বোণ ছোকনু সে যেন সুখে ঘুমায়। এ কথা বলে মাঝিকে সতর্ক করে দেয়।

৩। আমি তো বড়ই প্রায় ব্যাখ্যা কর

উত্তরঃ আমিতোবড়ই প্রায় আলোচন্য কথাটির মধ্যদিয়ে কিশোর কানাই চরিত্রে দায়িত্বসচেতনত প্রকাশিত হয়েছে।

স্বপ্ন দেখছে কানাই সে নৌকা ভ্রমন করছে সাথে ছোট বোন ছোকানু একসময় গান শুনতে শুনতে কানাইয়ের ঘুমেরভাব এসে যায়। তাই নিজের দায়িত্ববোধ থেকে সে মাঝিকে ছোকানুকে দেখতে বলে। তার নিজের জন্য ভাবতে বলে না কারণ সে তো এখন প্রায বড়ই হয়ে গেছে।

৪। ছোকনু কীভাবে রান্নার কারসাজি দেখাবে?

উত্তরঃ ছোকানু উনুন ধরিয়ে রান্নার কারসাজি দেখাবে।

কানাই কল্পনার সাগরে ভেসে বোন ছোকানুকে নিয়ে পদ্ম নদীতে ঘুরতে যায়।্ এ সময় মাঝি নৌকার মধ্যে ইলিশ কিনে আনলে কানাই তাকে বাহবাদেয়। এছাড়া তাকে উনুন ধরানোর আহবান করে কানাই। কেননা উন্ন ধরানোর মাধ্যমে ছোকানু রান্নার কারসাজি দেখাবে এবং কানাই সেই রান্না মজা করে খাবে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। কিশোর মাঝিকে তার কথা শুনতে বলে কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ কিশোরটি ছোট হওয়ায় মাঝি তার কথা না শুনেই চলে যাচ্ছিল বলে মাঝিকে তার কথা শুনতে বলে।

কিশোরের মনে অনেক স্বপ্ন কল্পনা নদীকে ঘিরে। সে নৌকায় চড়ে নদীতে দেখতে চায়। তাই সে মাঝকিে ডাকে। কিন্তু মাঝি তাকে গুরুত্ব না দিয়ে চলে যাচ্ছিল।্এজন্য সে মাঝিকে তার কথা শুনতে বলে।

২। কানাই পদ্মা দেখতে চায় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তরঃ প্রকৃতির প্রতি অদম্য আকর্ষনের কারনেই কানাই পদ্মা মেঘনা দেখতে চায়।

কানাই বাংলার প্রকৃতিকে ভালোবাসে। তাই সে দেখতে চায় জানতে চায় জানতে চায় প্রকৃতিকে। এ জন্যই সে নদী দেখতে চায়। নদীতে নৌকায় করে সে ভেসে বেড়াতে চায়। সে দেখতে চায় পদ্মা মেঘনার বিশালতা এবং এর চারপাশের প্রকৃতি।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একদিন তারেক নিজেকে হঠাৎ রূপকথার দেশে আবিষ্কার করল। চারদিকে অবাক করা সব পরিরা ঘোরাফেরা করছে। যে যার মতো উড়ছে কিংবা নাচছে। তারেক লক্ষ করল তার নিজেরও পাখা গজিয়েছে। তার মনে হলো দুজন পরি তাকে স্বাগত জানালো। মুগ্ধ নয়নে সে অবলোকন করতে লাগল রূপকথার দেশের অপরূপ সৌন্দর্য। হঠাৎ তারেক প্রচণ্ড ডাকাডাকির শব্দ শুনতে পেল। মায়ের ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল। মায়ের ওপর একটু অভিমান হলো, ইস কী সুন্দরই না ছিল স্বপ্নটা!

ক. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির রচয়িতা কে?

খ. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কানাইয়ের বড়দের দৃষ্টি এড়ানোর চিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে?

গ. উদ্দীপকের তারেক আর কবিতার কানাইয়ের স্বপ্নের সাদৃশ্যগুলো তুলে ধর।

ঘ.উদ্দীপকের তারেক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাই; দুজনই স্বপ্ন দেখলেও কানাইয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নযোগ্য– মূল্যায়ন কর।

২। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তানিম তার মা-বাবাসহ সুন্দরবন বেড়াতে গেল। শুষ্ক মৌসুম হওয়ায় তারা বনের অনেক ভিতর পর্যন্ত যেতে পারল। বিশাল গাছগাছালির সমাহার, পাখির একটানা কিচিরমিচির ডাক, মৌয়ালিদের মধুসংগ্রহ ইত্যাদি বুনো আবহ তানিমকে বিমুগ্ধ করে রাখে। গাছের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ তাকে অত্যধিক আলোড়িত করে। তানিম স্বপ্নেও ভাবেনি এত সুন্দর একটি স্থান বাংলাদেশে রয়েছে। এরপর সুন্দরবনে সে অনেকবার গেলেও প্রথমবারের অভিজ্ঞতা সে ভুলতে পারে না।

ক. কানাই কোন কোন রঙের পাল খাটানোর কথা বলেছিল?

খ. 'আকাশের মুখে তিল' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের তানিমের মাঝে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাইয়ের চরিত্রের যে দিকটি ফুটে ওঠে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ.আকুলতার দিক থেকে তানিমের সুন্দরবন ভ্রমণের চিত্র কানাইয়ের নদী ভ্রমণের কল্পিত চিত্রের কাছে হার মেনে যায়– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনু পাটনীকে পাঁচ টাকার দুটো নোট দিয়ে নৌকা ভ্রমণের জন্য জোরাজুরি করে জিন্নাহ জোয়াদ্দার। কালামদ্দির ছেলে দুরন্ত হাসানও যাবে তার সাথে। খোলপেটুয়া, গলঘেষিয়া, কালিন্দি পেরিয়েই বঙ্গোপসাগর। তাদের চোখ হারিয়ে যায় ঝাঁক ঝাঁক গাঙ্গচিল, নীল-নীলাকাশ ও দুপাশের কেওড়া-গোলপাতা-গরান বনের ঘন পত্রপল্লবে

ক. কানাই মাঝিকে কী অনুরোধ করেছিল?

খ. সব দোষ কানাই একা মাথা পেতে নেবে কেন?

গ. কবিতায় কানাই এর পদ্মা, মেঘনা, শোন ভ্রমণ এর সাথে উদ্দীপকের জিন্নাহর খোলপেটুয়া, গলঘেষিয়া, কালিন্দি হয়ে বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার দৃশ্যকল্প তুলনা কর।

ঘ.উদ্দীপকের প্রাকৃতিক দৃশ্য 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের ন্যায় সমানরূপে নান্দনিক– বিশ্লেষণ কর।

নদীর স্বপ্ন

১. উদ্দীপকের সাথে কোনদিক থেকে কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ খ কল্পনার অবাধ প্রবাহ
গ কিশোর মনের সাধ ঘ স্বপ্নের সাবলীল বর্ণনা

২. কানাই ও রাফির সাধ পূরণে বাধা ছিল–
i. বয়োজ্যেষ্ঠদের নিষেধ
ii. অবান্তর কল্পনা
iii.সাধ তুরণের জন্য বয়স পর্যাপ্ত নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ ii ও iii

নিচের কবিতাংশ পড়ে ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

যদি মেঘের মতো উড়তে পারি
সাগর-নদী দেবো পাড়ি,
এত বড় জগৎ-সংসার
হাতের মুঠোয় থাকবে আমার।

৩. কবিতাংশে মূলত কী ফুটে উঠেছে?
ক উড়তে না পারার ব্যথা খ অনন্ত প্রত্যাশা
গ মনের উচ্ছ্বাস ঘ শৈল্পিক কল্পনা

৪. উদ্দীপক ও কবিতার মূল আবেদন নিচের কোনটিতে প্রকাশ পেয়েছে?
ক আজ আমার হারাবার নেই মানা
খ আমি যদি, হতাম নদী
গ হতো যদি এমন, ইচ্ছে হলেই মনের সাধ হতো পূরণ
ঘ মম চিত্তে, নীতি নৃত্যে, কে যে নাচে

৫. পরের দিন কানাই কোন রঙের পাল খাটানোর কথা বলেছিল?
ক বাদামি খ লাল গ হলুদ ঘ বেগুনি

৬. মস্ত বড় কী দেখে কানাই অবাক হয়েছিল?
ক নদী খ নৌকা গ আকাশ ঘ সূর্য

৭. সূর্য কোথায় লুকালো?
ক পশ্চিম দিগন্তে খ জলের তলার ঘরে
গ মেঘের আড়ালে ঘ পদ্মার উঁচু ঢেউতে

৮. নৌকা ভ্রমণের বিনিময়ে মাঝিকে দেওয়ার জন্য কানাইয়ের কাছে কী ছিল?
ক দুটো আনি খ পিতলের মুদ্রা
গ রুপোর সিকি ঘ স্বর্ণমুদ্রা
করবে না।

৯. ছোকানুর কাছে কয় আনি আছে?
ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার

১০. দিদি কোথায় গেছে?
ক নদীতে খ বেড়াতে
গ ইশকুলে ঘ পাশের বাড়িতে

১১. ঝলমলে জল কখন ছলোছলো বয়ে চলে?
ক দুপুরের রোদে খ রাতের জোছ্নার আলোতে
গ শুভ্র সকালে ঘ বিকেলের হলদে রোদে

১২. কে বকুনি দেয়?
ক মা খ দিদি
গ দাদি ঘ বাবা

১৩. নৌকা কোথায় বাঁধা আছে?
ক নদীর তীরে খ ঘাটে
গ খুঁটির সাথে ঘ জেলে নৌকার সাথে

১৪. সন্ধ্যার বুকে কী ফুটে ওঠে?
ক আঁধার খ তারা গ মেঘ ঘ প্রদীপ

১৫. এক সিকি কয় আনি মূল্যমানের?
ক দুই খ চার গ ছয় ঘ সাত

১৬. 'শোন' কী?
ক মাঝির নাম খ নৌকার নাম
গ নৌকার দাঁড় ঘ একটি নদীর নাম

১৭. মাঝি নৌকা ভ্রমণকালে কী কিনেছিল?
ক ইলিশ খ খাবার
গ নৌকার পাল ঘ রান্নার সরঞ্জাম

১৮. কানাই ছোকানুকে কী উপাধি দিয়েছিল?
ক পদ্মার রাজা খ দুরন্ত সম্রাজ্ঞী
গ আকাশের রানি ঘ ডানপিটে বালিকা

১৯. মাঝির গানের সাথে কে তাল দেবে?
ক কানাই খ ছোকানু
গ জলের শব্দ ঘ দখিনা বাতাস

২০. বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্জ্ঞদনায় প্রকাশিত 'প্রগতি' একটি– [
ক মাসিক পত্রিকা খ কাব্যগ্রন্থ
গ গল্পগ্রন্থ ঘ দেয়াল পত্রিকা

২১. গান শেষে কানাই কী শুনতে চায়?
ক গল্প খ কবিতা গ রূপকথা ঘ পুঁথি

২২. কারা উঁচু থেকে কানাই আর ছোকানুরে দেখতে পায়?
ক চাঁদ-তারা খ প্রজাপতিরা
গ বিমান ভ্রমণকারীরা ঘ পাখিরা

২৩. কানাই মাঝিকে মোট কয় আনি দিতে চেয়েছিল?
ক চার খ পাঁচ গ ছয় ঘ সাত

২৪. কাকে বাবার বকুনি খেতে হবে না বলে কানাই অভয় দিয়েছিল?
ক ছোকানুকে খ মাঝিকে
গ দিদিকে ঘ মাকে

২৫. কালো হওয়ার আগে পদ্মার জল কেমন থাকে?
ক অতি ঘোলা হয়ে যায় খ সোনা হয়ে জ্বলে
গ স্বচ্ছ হয়ে যায় ঘ স্রোতের টানে ঘুরপাক খায়

২৬. কানাই এর দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব নীল রং জড়ো হয়েছে কোথায়?
ক আকাশে খ নৌকার পালে
গ পাখির ঝাঁকে ঘ নদীর বুকে

২৭. সন্ধ্যা হলো বলে কানাই মাঝিকে কী করতে বলেছিল?
ক পাল নামাতে খ নৌকা তীরে ভিড়াতে
গ একটু জিরিয়ে নিতে ঘ গান ধরতে

২৮. "আমার জন্য কিছু ভেবো না"– কানাই কেন মাঝিকে তার জন্য ভাবতে নিষেধ করেছে?
ক সে ভীতু নয় খ সে তো বড়োই প্রায়
গ তার কাছে সিকি আছে ঘ তখনও রাত হয়নি

২৯. ছোট পাখি কেন আরও ছোট হয়ে যায়?
ক ঝড়ো বাতাসে পথ হারায় বলে
খ মেঘের ভেতর লুকায় বলে
গ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে
ঘ উড়তে উড়তে দূরে চলে যায় বলে

৩০. মাঝির গানে জলের শব্দ কেমন করে তাল দেয়?
ক টপটপ খ ছলছল গ ঝুপঝুপ ঘ কুলকুল

৩১. পাখি কেমন করে উড়ে চলে যায়?
ক সারিবদ্ধভাবে খ ঝাঁকে ঝাঁকে বেঁকে
গ হাওয়ায় দুলে দুলে ঘ মেঘের ডানায় ভেসে

৩২. কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!– এখানে কে, কাকে ডাকছে?
ক মাঝি, ছোকানুকে খ মাঝি, কানাইকে
গ কানাই, মাঝিকে ঘ ছোকানু, মাঝিকে

৩৩. স□র্য কখন লুকিয়ে যায়?
ক যখন ঘন মেঘ আসে খ একঝাঁক পাখি এলে
গ সারাদিনের শেষে ঘ সন্ধ্যাপ্রদীপ নিভে গেলে

৩৪. "গান ধরো, মাঝি"– মাঝিরা নৌকা চালানোর সময় সাধারণত কোন ধরনের গান গায়?
ক ভাটিয়ালি খ জারি গ সারি ঘ ভাওয়াইয়া

৩৫. কীভাবে আকাশ মস্ত বড়ো দেখা যায়?
ক নদীতে ঘুরলে খ নৌকায় শুইলে
গ পালের দিকে তাকালে ঘ ঘন মেঘ থাকলে

৩৬. উনুন ধরালে ছোকানু কী করবে?
ক জল গরম করবে খ শীত নিবারণ করবে
গ রান্নার কারসাজি দেখাবে ঘ ঘুমিয়ে পড়বে

৩৭. তারুণ্যের জাগরণ প্রকাশ পেয়েছে কোন পঙ্‌ক্তিতে?
ক শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই
খ আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না
গ সোনা হয়ে জ্বলে পদ্মার জলে
ঘ তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা

৩৮. 'মাঝি' চরিত্রটি কীভাবে সৃষ্টি?
ক কানাইয়ের স্বপ্নের রূপকার হিসেবে
খ নদী ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে
গ ভীতু ছোকানুকে অভয় দেওয়ার জন্য
ঘ নৌকা চালনায় পারদর্শিতার জন্য

৩৯. ইলিশ কিনলে? আঃ, বেশ, বেশ,
তুমি খুব ভালো, মাঝি।– এতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক অভিমান খ উচ্ছ্বাস গ অনুনয় ঘ প্রার্থনা

৪০. কানাই কেন মাঝির পায়ে পড়তে চেয়েছিল?

ক নদী ভ্রমণ শেষে যেন বাড়ি নিয়ে যায়
খ ছোকানুকে যেন দেখে রাখে
গ যাতে তাদের সঙ্গে নদী ভ্রমণে যায়
ঘ ঝড় এলে যাতে জাগিয়ে দেয়

৪১. যত দোষ সব আমরা– না, আমি
একা নেবো মাথা পেতে।
– এতে কানাইয়ের কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক নিজের দোষ স্বীকার
খ বোনের প্রতি দায়িত্ববোধ
গ বোনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ
ঘ বোনকে সঙ্গ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা

৪২. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটিতে উপস্থাপিত চিত্রটি মূলত কী?
ক স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ খ নদী ভ্রমণের কাহিনী
গ ভাই-বোনের অটুট বন্ধন ঘ কিশোর মনের অবাধ কল্পনা

৪৩. কেন আকাশের মুখে তিল দেখা যায়?
ক ছোট মেঘখণ্ডের কারণে
খ সূর্য মেঘে ঢেকে যাওয়ার ফলে
গ দূর দিগন্তে ছোট পাখি আরও ছোট হয়ে যায় বলে
ঘ দূরে তারকা দেখা যায় বলে

৪৪. কানাইয়ের চোখ ঝলসায় কেন?
ক রুপালি ইলিশ দেখে খ উড়ন্ত পাখি দেখে
গ প্রচণ্ড সূর্যের আলোয় ঘ সুবিশাল আকাশ দেখে

৪৫. কানাইয়ের চোখে কে পদ্মার রাজা?
ক নৌকার মাঝি খ রুপালি ইলিশ
গ মাছধরা জেলেরা ঘ সে নিজে

৪৬. কানাই আগে কোন নদীতে যেতে চেয়েছিল?
ক পদ্মা খ মেঘনা গ শোন ঘ যমুনা

৪৭. নৌকা ভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে দিতে চেয়েছিল–
i. দুটো আনি
ii. রুপালি ইলিশ
iii.রুপোর সিকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮. কানাই বেড়াতে চায়–
i. পদ্মা নদীতে
ii. মেঘনা নদীতে
iii.শোন নদীতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৯. কানাইয়ের কাছে নৌকায় ঘুমানোর জন্য প্রয়োজনীয়–
i. বিছানা নেই
ii. বালিশ নেই
iii.কাঁথা নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫০. নৌকায় পাল আছে–
i. বেগুনি ও বাদামি রঙের
ii. সবুজ ও নীল রঙের
iii.লাল ও হলুদ রঙের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫১. কানাইয়ের রুপোর সিকিটি ছিল–
i. নতুন
ii. ছোট
iii.চকচকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ রi গ iii ঘ i, ii ও iii

৫২. পাখিরা উঁচু থেকে দেখতে পায়–
i. কানাইকে
ii. ছোকানুকে
iii.জেলেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. কানাই মাঝির কাছে শুনতে চায়–
i. গান
ii. কবিতা
iii.গল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪. কানাই নদী ভ্রমণে বের হওয়ার স্বপ্ন দেখে–

i. মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে

ii. বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে

iii.দিদির দৃষ্টি এড়িয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক ii খ i I ii গ রi ও রii ঘ i, ii ও iii

৫৫. ছোকানুর পারদর্শিতার প্রকাশ তার–

i. নৌকা চালনায়

ii. রান্নায়

iii.ঘুমানোয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ ii ও iii ঘ র, ii ও iii

৫৬. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ

ii. দেশের প্রতি আকর্ষণ

iii.ভাইবোনের মধুর সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও ii

৫৭. ঝড় এলে ডেকো আমারে– ছোকানু

যেন সুখে ঘুম যায়– চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে–

i. কিশোর মনের আবেগ

ii. বোনের প্রতি ভালোবাসা

iii.বোনের প্রতি দায়িত্ববোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৮. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় যে রঙের কথা বলা হয়েছে তা হলো–

i. লাল, হলুদ

ii. সবুজ, নীল

iii.বাদামি, বেগুনি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও iii গ ii ও রii ঘ i, ii ও iii

৫৯. মাঝিকে পাল নামাতে বলা হয়েছে। কারণ–

i. বাতাস কমে গেছে

ii. সন্ধ্যা হয়ে গেছে

iii.তারা ফুটে উঠেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৬০. নৌকায় পাল খাটানো হয়, কারণ–

i. ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

ii. বাতাসকে কাজে লাগানোর জন্য

iii.নৌকার গতি বাড়ানোর জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১. কানাইয়ের ছোট্ট নাওটি দুলছে, কারণ–

i. মৃদু বাতাস

ii. পানির তরঙ্গ

iii.ঈষান কোণের বায়ু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. কানাই আকাশ দেখে অবাক, কারণ–

i. আকাশ মস্ত বড়ো

ii. আকাশে নীলের ছড়াছড়ি

iii.আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. বোনের প্রতি কানাইয়ের দায়িত্ববোধের চিত্র–

i. ছোকানুকে দেখে রাখার জন্য মাঝিকে বলা

ii. ছোকানুকে নৌকায় রান্না করতে দেওয়া

iii.ঝড় এলেও ছোকানুকে না ডাকার জন্য বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক ii খ i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৬৪. জাল টেনে তোলা দায়, কারণ–

i. পানির চাপের কারণে

ii. অধিক মাছ আসে বলে

iii.পানির ঘনত্বের কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii